যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা ...

স্থগিত : এমপিও তালিকা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করে দুর্নীতিমুক্তভাবে ন্যায্যতার ভিত্তিতে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে এমপিও প্রদান করা হল। এই সময় শিক্ষক-কর্মচারীদের বিক্ষোভের ব্যাপারে তিনি বলেন, না পাওয়া প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক বেশি। ৭ হাজার ৫৩৩টি প্রতিষ্ঠান আবেদন করেছে। পেয়েছে ১ হাজার ২২টি। তাই ক্ষোভ-হতাশা থাকতেই পারে। না পাওয়াদের এই মুহূর্তে সমবেদনা জানানো ছাড়া আর কিছু করার নেই। পরেরবার বা যখন বাজেট হবে তখন আরও কিছু প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দেয়া হবে। যদিও বৈঠক সূত্র জানিয়েছে, মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আলাউদ্দিন আহমেদ এমপিও তালিকা প্রকাশের পর উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন, এই তালিকায় অনেক বছর ধরে বঞ্চিত অথচ যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঠাঁই হয়নি। তার কাছে মন্ত্রী-এমপি ও দলের নেতারা অভিযোগ করেছেন, বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের শাসনামল এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে প্রতিহিংসার শিকার হয়ে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাদ পড়ে সেগুলোও বঞ্চিত হয়েছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের নীতি ও আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা এমনকি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নামে স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও এমপিও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। শুধু তাই নয়, এমপিও বণ্টনে তার নেতৃত্বে গঠিত কমিটির নতুন নীতিমালা তাকে না জানিয়ে পরিবর্তন করা হয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, বৈঠকে ভূমি প্রতিমন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার প্রথম এমপিও তালিকা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, তার এলাকায় বঙ্গবন্ধুর নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেটি গত জোট সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এমপিও থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এবার শিক্ষামন্ত্রীর পরামর্শ মোতাবেক তিনি একটি অগ্রাধিকার তালিকা দেন। সেখানে ১০টি প্রতিষ্ঠানের প্রথমটিই ছিল বঙ্গবন্ধুর নামে ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটি। কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়নি। তিনি বলেন, এ নিয়ে কথা বললে সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, তারা নীতিমালা অনুসরণ করে তালিকা করেছেন, সিদ্দিকুরের প্রাপ্যতা নেই। এ পর্যায়ে তিনি উত্তেজিত হয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধুর নাম যদি নীতিমালায় না পড়ে, তাহলে এই নীতিমালায় কি পড়ে?

সূত্রটি আরও জানায়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, তার এলাকায় লীগের উপমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলুর মায়ের নামে স্থাপিত কলেজ এমপিওভুক্ত হয়েছে। কিন্তু তিনি যেসব প্রতিষ্ঠানের জন্য সুপারিশ করেছিলেন সেগুলো হয়নি। পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী মাহবুবুর রহমান বলেন, মাদ্রাসাকে কেন অগ্রাধিকার দেয়া হল তা তার বোধগম্য নয়। অন্য একজন মন্ত্রী বলেন, একটি মাদ্রাসার অধ্যক্ষ যিনি ছাত্রলীগের এক নেতার হত্যাকারী সেই প্রতিষ্ঠানও এমপিওভুক্ত হয়েছে। জানা গেছে, বৈঠকে পাটমন্ত্রী আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, মৎস্যমন্ত্রী আবদুল লতিফ বিশ্বাস, বাণিজ্যমন্ত্রী ফারুক খান, খাদ্যমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক এমপিওভুক্তির ব্যাপারে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বক্তব্য করেন।

এদিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্র জানিয়েছে, এমপিওভুক্তির ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করে পরিকল্পনামন্ত্রী একে খন্দকার ৭ মে একটি চিঠি শিক্ষামন্ত্রীকে দিয়েছেন। ওই চিঠির অনুলিপি প্রধানমন্ত্রীর সংস্থাপন ও শিক্ষা উপদেষ্টা এবং মুখ্য সচিবকে দেয়া হয়েছে। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য হিসেবে তার দেয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম বাদ দিয়ে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সাবেক সংসদ সদস্যের মা ও বাবার নামে নামকরণকৃত দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। তার কাছে মনে হয়েছে, পাবনা-২ নির্বাচনী এলাকায় যে চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্তত দুটি বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের পূর্ব তালিকা থেকে নেয়া হয়েছে। তিনি আশংকা প্রকাশ করেন, বিএনপির কোন সমর্থক কোন সদস্য এমপিওভুক্তির লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন কমিটিতে থেকে থাকতে পারেন। অনুরূপ একটি চিঠি প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছেন জামালপুর-২ আসনের সরকারদলীয় সংসদ সদস্য ফরিদুল হক খান দুলাল। তিনি অভিযোগ করেছেন, তার নির্বাচনী এলাকায় বিগত জোট সরকারের এমপির মায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান 'মরাকান্দি নাসিরুন্নেসা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা'কে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এতে আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত ও নির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে তার অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। মন্ত্রিসভার বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, অভিযোগ শুনে তার মনে হচ্ছে কোন কিছুর বিনিময়ে এমপিওভুক্তি হয়েছে। যারা এসবের সঙ্গে জড়িত তাদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব শিক্ষামন্ত্রীর। তিনি বলেন, এ অবস্থা চললে কারও পিঠের চামড়া থাকবে না। এই সময় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আত্মপক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য দিতে চাইলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনি কি বলবেন? আপনার কি বলার আছে? জানা গেছে, এমপিও তালিকা রিভিউ করার দায়িত্ব কাকে দেয়া যায়—প্রধানমন্ত্রী জানতে চাইলে মন্ত্রীরা শিক্ষামন্ত্রীর ব্যাপারে তীব্র আপত্তি করেন। বলেন, উনি কারও কথা শোনেন না। আমলারা যা বোঝান, তাই বোঝেন। এ সময় মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও প্রতিমন্ত্রীরা এই দায়িত্ব শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আলাউদ্দিন আহমেদকে দেয়ার প্রস্তাব করেন। এতে সম্মতি দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এমপিওর সাতকাহন : সর্বশেষ ২০০৪ সালে চারদলীয় জোট সরকারের সময় প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়। এর ৬ বছর পর ৬ মে শেষরাতের দিকে প্রকাশ করা হয় নতুন এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকা। ওই তালিকায় মোট ১ হাজার ২২টি প্রতিষ্ঠান স্থান পায়। এই তালিকা প্রণয়ন নিয়ে ব্যাপক লুকোচুরির আশ্রয় নেয়া হয়। মন্ত্রণালয়ের বাইরে প্রথমে ব্যানবেইসে এবং পরে আগারগাঁওয়ে কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরে বসে প্রণয়ন করা হয় তালিকা। ওই তালিকা প্রণয়নের ব্যাপারে গঠিত ছোট কমিটিতে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্ম সচিব এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক ছিলেন। ছিলেন একজন সিনিয়র সহকারী সচিব। কমিটিতে এমন একজন ব্যক্তি স্থান পান, যিনি ইতিমধ্যে দুর্নীতিবাজ হিসেবে অভিযুক্ত হয়ে সাময়িক বরখাস্ত হয়েছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, কমিটির একজন এবং কমিটির বাইরে মন্ত্রীর দফতরের আরও দু'জনসহ মোট তিনজন কর্মকর্তা এমপিও সুবিধা পাচ্ছেন— এমন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অসংগতভাবেই যোগাযোগ করেন। যে কারণে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তালিকায় দেখা যায়, ১ হাজার ২২ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৩৯টি মন্ত্রীর নিজ বিভাগ সিলেটের। আবার এমন প্রতিষ্ঠানকেও এমপিও দেয়া হয়েছে, যা দেড় যুগ ধরে বন্ধই রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর নামের প্রতিষ্ঠান যেমন এমপিও হয়নি। তেমনি ফরিদপুরের মতো স্কুলও বঞ্চিত হয়েছে। ফরিদপুর-১ আসনের আলফাডাঙ্গা, মধুখালী ও বোয়ালমারী উপজেলার একটি প্রতিষ্ঠানও এমপিওভুক্ত হয়নি। আর এসব কারণেই বৃহস্পতিবার শেষরাতে নতুন তালিকা প্রকাশের পর এক প্রকার সারাদেশেই বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। শুক্রবার তাৎক্ষণিকভাবে গাজীপুর ও টাঙ্গাইল এলাকায় শিক্ষক-কর্মচারীরা বিক্ষোভ করেন। সোমবার পর্যন্ত জামালপুর, নরসিংদী, পটুয়াখালী, গোপালগঞ্জ, জামিয়াতের, কোম্পানীগঞ্জ, মহেশপুর, কুলবাড়ীসহ বিভিন্ন এলাকায় এমপিও-বঞ্চিতরা বিক্ষোভসহ নানা কর্মসূচি পালন করেন। এখানেই শেষ নয়, বিক্ষোভের ঢেউ এসে মন্ত্রণালয়ে ১৯ তলায়ও লাগে। রোববার বিকালে গাজীপুরের এমপি জাহিদ আহসান রাসেলসহ বিভিন্ন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর এপিএস এবং ছাত্রলীগ-যুবলীগ-মহিলা লীগের নেতাকর্মীরা ক্ষোভ-অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এ সময় তারা অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগ নয়, বিএনপি-জামায়াত ও ছাত্র ইউনিয়নপন্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে। এদিকে সোমবার কেবিনেট মিটিং শেষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে দেখা যায়, এমপিও সুবিধার নিক্তিতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে খুশির বন্যা বইছে। নাম প্রকাশ না করে অনেকজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এমপিও বণ্টন নিয়ে খোদ মন্ত্রণালয়েই অসন্তোষ রয়েছে। কেননা এক্ষেত্রে নতুন নীতিমালা অনুসরণ করা হয়নি। এক্ষেত্রে মন্ত্রীর দফতরে কর্মরত সাবেক জোট সরকারের মধ্যে মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ এক কর্মকর্তা এবং শিক্ষা ক্যাডারের আরেক কর্মকর্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তালিকা তৈরির কাজ করা হয়। এছাড়া প্রত্যন্ত এবং দুর্গম, পাহাড়ি ও চরাঞ্চলের কথা ভুলে মন্ত্রীর নিজ বিভাগে গণহারে প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। আর এই গণহারের এমপিওভুক্তির বিষয়টি হালাল করতে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের নির্দেশনার রেফারেন্স দেয়া হয়েছে। মূলত এসব কারণে যোগ্য অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাদ পড়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

একটি সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার রাতে এমপিও চূড়ান্ত করার ব্যাপারে মন্ত্রীর সঙ্গে খোদ সচিবেরই দূরত্ব সৃষ্টি হয়। ওই সূত্র আরও জানায়, তালিকা তৈরিতে এমপিওর ব্যাপারে প্রণীত নতুন নীতিমালা লংঘনের অভিযোগে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানান সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান। এমনকি এক পর্যায়ে রাত ১১টার দিকে তিনি সভাস্থল ত্যাগ করেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সচিবের নিচে মন্ত্রী তালিকা চূড়ান্ত করেন।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘ প্রায় ৬ বছর এমপিও বন্ধ থাকায় এ নিয়ে সারাদেশের শিক্ষক-কর্মচারীদের গভীর আগ্রহ ছিল। সরকারের মন্ত্রী-এমপিরা একপ্রকার স্থানীয় জনগণের চাপের মুখে ছিলেন। যে কারণে তাদেরই সুপারিশে চলতি বাজেটে ১১২ কোটি ৩৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। অর্থ বরাদ্দের ১১ মাসের মাথায় এমপিওপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা বৃহস্পতিবার রাতে প্রকাশ করা হয়। তালিকা ঘেঁটে দেখা যায়, এতে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২২৮টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২০৪টি, স্কুল ও কলেজ ১৪টি, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ ৫০টি, ডিগ্রি কলেজ ১৮টি, দাখিল মাদ্রাসা ১৬৩টি, আলিম মাদ্রাসা ২৭টি, ফাজিল মাদ্রাসা ৬টি, এসএসসি ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠান ১৫১টি এবং এইচএসসি (বিএম) পর্যায়ের কলেজ ১৬১টি এমপিওভুক্ত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সাধারণত স্কুল ও দাখিল মাদ্রাসার ব্যাপারে বিভিন্ন পর্যায় থেকে তদবির বেশি ছিল। এই দুই ক্যাটাগরির মধ্যে নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২২৮টির মধ্যে ৪৮টিই সিলেট বিভাগে। অথচ এ ধরনের প্রতিষ্ঠান বরিশাল বিভাগে মাত্র ৬টি এমপিও পেয়েছে। এছাড়া সিলেট বিভাগে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০৪টির মধ্যে ৪৭টি (বরিশাল বিভাগে ৫টি), স্কুল ও কলেজ ১৪টির মধ্যে একটি, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ ৫০টির মধ্যে ৫টি, ডিগ্রি কলেজ ১৮টির মধ্যে ৪টি, দাখিল মাদ্রাসা ১৬৩টির মধ্যে ২৪টি, আলিম মাদ্রাসা ২৭টির মধ্যে ১টি, ফাজিল ৬টির মধ্যে ১টি রয়েছে সিলেট বিভাগে। এই তালিকায় রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ ব্যাপকভাবে বৈষম্যের শিকার হয়। এ ব্যাপারে রোববার মন্ত্রী বলেন, ওই বিভাগগুলোতে ইতিমধ্যে প্রাপ্যতার চেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত রয়েছে।